শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

LIBRARY
No. 11/208
Sri Aurobindo Ashram

শ্রীঅরবিন্দের পত্র

PRESENTED

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

PRESENTED

LIBRARY
No. ...
Sri ...
...rishna Ashrama
SALEM.

Re. 1/-

PRESENTED

LIBRARY
No. 55206
Sri Sathya Sai Vidyadharmaksetra Ashram
BANGALORE.

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীঅরবিন্দের পত্র

LIBRARY
No. ১১/২০৮
Sri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

PRESENTED

আর্য্য পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
আর্য্য পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ষষ্ঠ সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৫২

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস
পণ্ডিচেরী

PRESENTED
22/2016

LIB
SAN

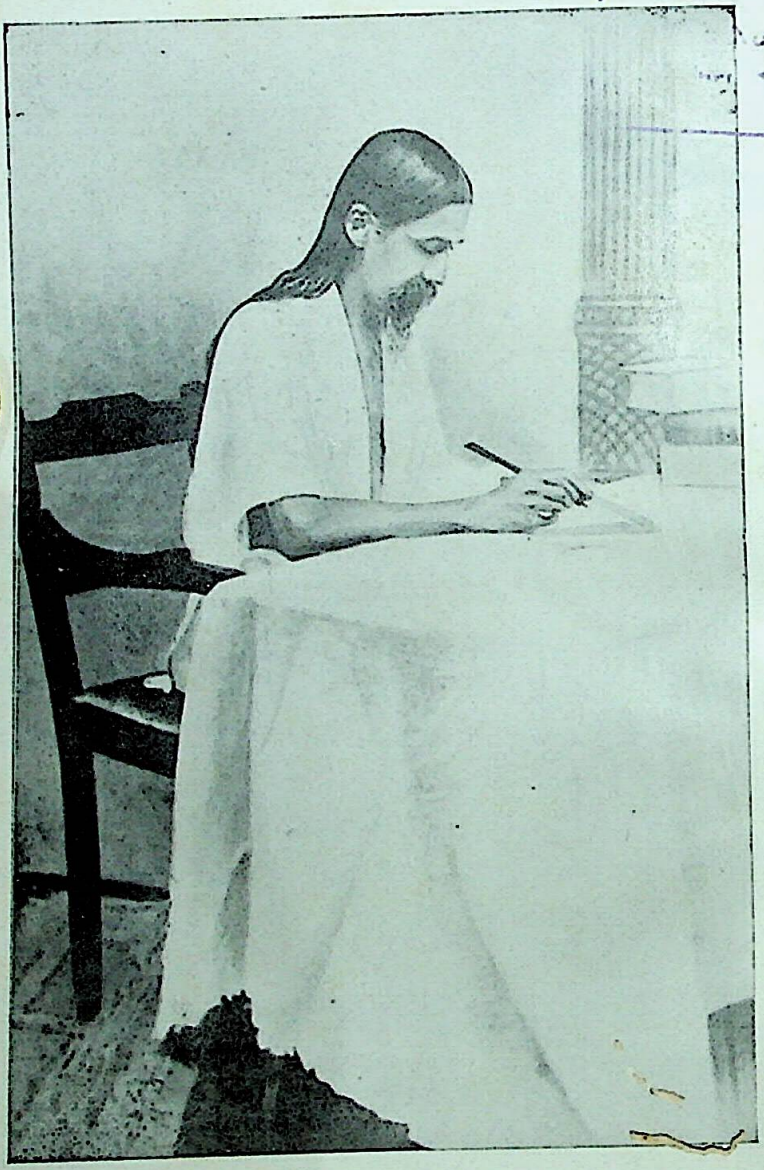

শ্রীঅরবিন্দ

RARY
PRESENTED

নিবেদন

এই পুস্তিকায় প্রকাশিত পত্র তিনখানি, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, ৪৮ নং গ্রে-ষ্ট্রীট, শ্রীঅরবিন্দের বাসায় যখন খানাতল্লাসী হয়, সেই সময়ে পাওয়া যায়। পরে এগুলি আলিপুরের বোমার মামলায় আদালতে উপস্থিত করা হয়। বিচারে এই পত্র কয়েকখানি হইতে তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল

এই পত্রগুলিতে গোপনে তিনি যে কথা তাঁহার স্ত্রীকে বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের মর্ম্মকথা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। যে পত্রের কথা তিনি কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহাই যে তাঁহার মর্ম্মকথা—ইহা আর কে

অস্বীকার করিবে? দৈববশে সেই গোপনীয় পত্রগুলিই আজ সাধারণের গোচর হইয়াছে।

শেষ কথা—যাঁহাকে লইয়া এই পত্রগুলি রচিত—শ্রীঅরবিন্দের পত্নী সেই দেবী মৃণালিনী, গত ১৩২৫ সালের ২রা পৌষ মঙ্গলবার পূর্ণিমা তিথিতে—ইহজগত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইতি—

প্রকাশক

PRESENTED

LIBR
BANA

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী

...
...
...

২১/২০৮

30th August.

প্রিয়তমা মৃণালিনি,

তোমার ২৪এ আগষ্টের পত্র পাইলাম। তোমার বাপ-মার আবার সেই দুঃখ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কোন ছেলেটি পরলোক গিয়াছে, তাহা তুমি লিখ নাই। দুঃখ হ'লে বা কি হয়। সংসারে সুখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই দুঃখ দেখা যায়, দুঃখ সর্ব্বদা সুখকে জড়াইয়া থাকে, এই নিয়ম যে পুত্র কামনার সম্বন্ধেই ঘটে তাহা নহে, সব সাংসারিক কামনার ফল এই। ধীর চিত্তে সব সুখ দুঃখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায়।

আমি কুড়ি টাকা না পড়িয়া দশ টাকা পড়িয়া-

ছিলাম, তাই দশ টাকা পাঠাইব বলিয়াছিলাম; পনের টাকা যদি দরকার, পনের টাকাই পাঠাইব। এই মাসে সরোজিনী তোমার জন্য দার্জ্জিলিংএ কাপড় কিনিয়াছে, তার টাকা পাঠাইয়াছি। তুমি যে এই-দিকে ধার করিয়া বসেছ, তাহা কি করিয়া জানিব? পনের টাকা লেগেছিল, পাঠাইয়াছি; আর তিন চারি টাকা লাগিবে, তাহা আগামী মাসে পাঠাইব। তোমাকে এইবার কুড়ি টাকা পাঠাইব।

এখন সেই কথাটি বলি। তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা

PRESENTED

সফল হয় ? সহস্র লোকের মধ্যে দশ জন অসাধারণ, সেই দশ জনের মধ্যে একজন কৃতকার্য্য হয়। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ স্ত্রীজাতির সব আশা সাংসারিক সুখ দুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবে না, দুঃখই দেয়।

হিন্দুধর্ম্মের প্রণেতৃগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অসামান্য চরিত্র, চেষ্টা ও আশাকে বড় ভালবাসিতেন, পাগল হোক্ বা মহাপুরুষ হোক্ অসাধারণ লোককে বড় মানিতেন, কিন্তু এ সকলেতে স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা হয়, তাহার কি উপায় হইবে ? ঋষিগণ এই উপায় ঠিক করিলেন, তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে বলিলেন, তোমরা অন্য হইতে পতিঃ পরমোগুরুঃ, এই মন্ত্রই স্ত্রীজাতির একমাত্র মন্ত্র বুঝিবে। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, তিনি যে কার্য্যই স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে, তাঁহারই

সুখে সুখ, তাঁহারই দুঃখে দুঃখ করিবে। কার্য্য নির্ব্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার।

এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধর্ম্মের পথ ধরিবে না নূতন সভ্য ধর্ম্মের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ সে তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচ জনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামীর পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধ-রাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজি-লেন। হাজার ব্রাহ্মস্কুলে পড়িয়া থাক তবু তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্ব্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে।

LIBRARY
No... ১৭১-০৫
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BAN...

আমার তিনটী পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। এ পর্য্যন্ত ভগবানকে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত রহিয়াছি। জীবনের অর্দ্ধাংশটা বৃথা গেল, পশুও নিজের ও নিজের পরিবারের উদর পূরিয়া কৃতার্থ হয়।

আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম। ভগবানকে

দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা। যে টাকা সরোজিনী বা উষাকে দিয়াছি তার জন্য কোন অনুতাপ নাই, পরোপকার ধর্ম্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্ম্ম, কিন্তু শুধু ভাই-বোনকে দিলে হিসাবটা চোকে না। এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটী ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়।

কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া যাহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা, তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বল্‌ছিলে 'আমার কোন উন্নতি হল না', এই একটা উন্নতির পথ দেখাইয়া দিলাম, সে পথে যাইবে কি?

দ্বিতীয় পাগলামী সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে, পাগলামিটা এই, যে-কোন-মতে ভগবানের সাক্ষাৎ-

PRESENTED

দর্শন লাভ করিতে হইবে। আজকালকার ধর্ম্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক! তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, আমি সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে-যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিতে কোন বাধা নাই, সেই পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কেহ

তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না, যদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব।

তৃতীয় পাগলামী এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে ; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে

বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল। তুমি ন-মাসির কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলে কোথাকার বদলোক আমার সরল ভালমানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভালমানুষ স্বামীই কিন্তু সেই লোককে ও আর শত শত লোককে সেই পথে, কুপথ হোক বা সুপথ হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহস্র সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবেন। কার্য্য-সিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।

এখন বলি তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি, তুমি উষার শিষ্য হইয়া সাহেব-পূজা-মন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব্ব করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে? তুমি বলিবে, এই সব মহৎ কর্ম্মে আমার মত সামান্য মেয়ে কি করিতে পারে, আমার মনের বল নাই, বুদ্ধি নাই, ওই সব কথা ভাবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায় আছে, ভগবানের আশ্রয় নাও, ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে একবার প্রবেশ কর,

তোমার যে-যে অভাব আছে তিনি শীঘ্র পূরণ করিবেন, যে ভগবানের নিকট আশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেয়। আর আমার উপর যদি বিশ্বাস করিতে পার, দশ জনের কথা না শুনিয়া আমারই কথা যদি শোন, আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি, তাহাতে আমার বলের হানি না হইয়া বৃদ্ধি হইবে। আমরা বলি স্ত্রী স্বামীর শক্তি, মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতি-মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে।

চিরদিন কি এই ভাবে থাকিবে? আমি ভাল কাপড় পরিব, ভাল আহার করিব, হাসিব নাচিব, যত রকম সুখ ভোগ করিব, এই মনের অবস্থাকে উন্নতি বলে না। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের জীবন এই সঙ্কীর্ণ ও অতি হেয় আকার ধারণ করিয়াছে। তুমি এই সব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস, জগতে ভগবানের কাজ করিতে আসিয়াছি, সেই কাজ আরম্ভ করি।

তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে, তুমি

LIBRARY
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

অতিমাত্র সরল। যে যাহা বলে, তাহাই শোন। ইহাতে মন চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পায় না, কোন কর্ম্মে একাগ্রতা হয় না। এটা শোধরাতে হইবে, একজনেরই কথা শুনিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, এক লক্ষ্য করিয়া অবিচলিত চিত্তে কার্য্য সাধন করিতে হইবে, লোকের নিন্দা ও বিদ্রূপকে তুচ্ছ করিয়া স্থির ভক্তি রাখিতে হইবে।

আর একটা দোষ আছে, তোমার স্বভাবের নয়, কালের দোষ। বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে। লোকে গম্ভীর কথাও গম্ভীর ভাবে শুনিতে পারে না; ধর্ম্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিদ্রূপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়; ব্রাহ্মস্কুলে থেকে থেকে তোমার এই দোষ একটু একটু হইয়াছে, বারিরও ছিল, অল্প পরিমাণে আমরা সকলেই এই দোষে দূষিত, দেও-ঘরের লোকের মধ্যে ত আশ্চর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মনের ভাব দৃঢ় মনে তাড়াইতে হয়, তুমি তাহা সহজে পারিবে, আর একবার চিন্তা করিবার অভ্যাস

করিলে, তোমার আসল স্বভাব ফুটিবে ; পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের দিকে তোমার টান আছে, কেবলি এক মনের জোরের অভাব, ঈশ্বর-উপাসনায় সেই জোর পাইবে।

এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা। কারুর কাছে প্রকাশ না করিয়া নিজের মনে ধীর চিত্তে এই সব চিন্তা কর, এতে ভয় করিবার কিছু নাই, তবে চিন্তা করিবার অনেক জিনিষ আছে। প্রথমে আর কিছু করিতে হইবে না কেবল রোজ আধ ঘণ্টা ভগবানকে ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনা-রূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। মন ক্রমে ক্রমে তৈয়ারি হইবে। তাঁর কাছে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয়, আমি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সর্ব্বদা সহায় হই, সাধনভূত হই। এটা করিবে ?

তোমার

(২)

23 Scott's Lane,
CALCUTTA.
17th February, 1907.

প্রিয় মৃণালিনি—

অনেক দিন চিঠি লিখি নাই, সেই আমার চিরন্তন অপরাধ, তাহার জন্য তুমি নিজ গুণে ক্ষমা না করিলে আমার আর উপায় কি ? যাহা মজ্জাগত তাহা এক দিনে বেরোয় না, এই দোষ শোধরাইতে আমার বোধ হয় এই জন্ম কাটিবে।

8th জানুয়ারি আসিবার কথা ছিল, আসিতে পারি নাই, সে আমার ইচ্ছায় ঘটে নাই। যেখানে ভগবান

নিয়া গিয়াছেন সেইখানে যাইতে হইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, তাঁহারই কাজে গিয়াছিলাম। আমার এইবার মনের অবস্থা অন্য-রূপ হইয়াছে, সে কথা এই পত্রে প্রকাশ করিব না। তুমি এখানে এস, তখন যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব ; কেবল এই কথাই এখন বলিতে হইল যে, এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে। এখন এই কথার অর্থ বোঝা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে, তবে বলা আবশ্যক নচেৎ আমার গতিবিধি তোমার আক্ষেপ ও দুঃখের কথা হইতে পারে। তুমি মনে করিবে আমি তোমাকে উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতেছি, তাহা মনে করিবে না। এই পর্য্যন্ত আমি তোমার বিরুদ্ধে অনেক দোষ করিয়াছি, তুমি যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলে, সে স্বাভাবিক, কিন্তু এখন আমার আর স্বাধীনতা নাই, এর পরে তোমাকে বুঝিতে হইবে যে আমার সব কাজ আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া

ভগবানের আদেশেই হইল। তুমি আসিবে, তখন আমার কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবে। আশা করি ভগবান আমাকে তাঁহার অপার করুণার যে আলোক দেখাইয়াছেন, তোমাকেও দেখাইবেন, কিন্তু সে তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি আমার সহধর্ম্মিণী হইতে চাও তাহা হইলে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে যাহাতে তিনি তোমার একান্ত ইচ্ছার বলে তোমাকেও করুণা-পথ দেখাইবেন। এই পত্র কাহাকেও দেখিতে দিবে না, কারণ যে কথা বলিয়াছি, সে অতিশয় গোপনীয়। তোমা ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই, বলা নিষিদ্ধ। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার স্বামী

পুনশ্চ।—সংসারের কথা সরোজিনীকে লিখিয়াছি, আলাদা তোমাকে লেখা অনাবশ্যক, তাহা পত্র দেখিয়া বুঝিবে।

(৩)

6th December, 1907.

প্রিয় মৃণালিনি,

আমি পরশ্ব চিঠি পাইয়াছিলাম, সে দিনই র‍্যাপারও পাঠান হইয়াছিল, কেন পাও নাই তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

* * *

আমার এইখানে এক মুহূর্ত্তও সময় নাই; লেখার ভার আমার উপর, কংগ্রেস সংক্রান্ত কাজের ভার আমার উপর, 'বন্দে মাতরমে'র গোলমাল মিটাইবার ভার আমার উপর। আমি পেরে উঠছি না। তাহা ছাড়া আমার নিজের কাজও আছে, তাহাও ফেলিতে পারি না।

আমার একটী কথা শুনিবে কি? আমার এখন বড় দুর্ভাবনার সময়, চারিদিকে যে টান পড়েছে পাগল হইবার কথা। এই সময় তুমি অস্থির হইলে আমারও চিন্তা ও দুর্ভাবনা বৃদ্ধি হয়, তুমি উৎসাহ ও সান্ত্বনাময় চিঠি লিখিলে আমার বিশেষ শক্তিলাভ হইবে, প্রফুল্লচিত্তে সব বিপদ ও ভয় অতিক্রম করিতে পারিব। জানি দেওঘরে একেলা থাকিতে তোমার কষ্ট হয়, তবে মনকে দৃঢ় করিলে এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলে দুঃখ তত মনের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না। যখন তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তোমার ভাগ্যে এই দুঃখ অনিবার্য্য, মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ হইবেই, কারণ আমি সাধারণ বাঙ্গালীর মত পরিবার বা স্বজনের সুখ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না। এই অবস্থায় আমার ধর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম, আমার নির্দ্দিষ্ট কাজের সফলতায় তোমার সুখ না ভাবিলে তোমার অন্য উপায় নাই। আর একটা কথা, যাহাদের সঙ্গে তুমি এখন থাক, তাঁহারা অনেকে তোমার আমার গুরুজন, তাঁহারা কটুবাক্য বলিলে,

অন্যায় কথা বলিলে, তথাপি তাঁহাদের উপর রাগ করো না। আর যাহা বলেন তাহা যে সবই তাঁহাদের মনের কথা বা তোমাকে দুঃখ দিবার জন্যে বলা হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করো না। অনেকবার রাগের মাথায় না ভেবে কথা বেরোয়, তাহা ধরে থাকা ভাল নয়। যদি নিতান্ত না থাকিতে পার আমি গিরিশ বাবুকে বলিব, তোমার দাদা মহাশয় বাড়ীতে থাকিতে পারেন আমি যতদিন কংগ্রেসে থাকি।

আমি আজ মেদিনীপুরে যাব। ফিরে এসে এখানকার সব ব্যবস্থা করে সুরাটে যাব। হয়ত 15th or 16thই যাওয়া হইবে। জানুয়ারি ২রা তারিখে ফিরিয়া আসিব।

তো—

পণ্ডিচেরীর পত্র

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীবারীন্দ্রকুমার দ্বাদশ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের পর দেশে ফিরিলে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাকে এই পত্রখানি লেখেন। প্রথমে পত্রখানি "নারায়ণ" পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭) প্রকাশিত হয় সংক্ষিপ্ত আকারে—পরে পুস্তিকাকারে বারীন্দ্রকুমার প্রায় সমস্তটি প্রকাশিত করেন। পত্রটির মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ অনেক ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—তাহার বাংলা বন্ধনীর মধ্যে বারীন্দ্রকুমার করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা সেই ভাবেই রাখিয়া দিয়াছি। তবে বারীন্দ্রকুমার অনেকগুলি বাংলা করেন নাই, আমরা তাহা করিয়া দিয়াছি এই সংস্করণে।

LIBRARY

৭ই এপ্রিল, ১৯২০

স্নেহের—

তোমার চিঠি পেয়েছি, এ পর্য্যন্ত উত্তর লেখা হয়ে ওঠেনি। এই যে লিখতে বসেছি, সেটাও একটা miracle (আশ্চর্য্য কাণ্ড), কেন না আমার চিঠি লেখা হয় once in a blue moon (ক্ষুদে মঙ্গলবারে একবার); বিশেষ বাঙ্গলায় লেখা, যা এই পাঁচ সাত বৎসর একবারও করিনি। শেষ করে যদি postএ (ডাকে) দিতে পারি, তা হ'লেই miracleটা (অসাধ্যসাধনটা) সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম, তোমার যোগের কথা। তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও; আমিও নিতে

রাজী। তার অর্থ, যিনি আমাকে ও তোমাকে প্রকাশ্যেই হোক, গোপনেই হোক, তাঁর ভাগবতী শক্তি দ্বারা চালাচ্ছেন, তাঁকেই দেওয়া। তবে এর এই ফল অবশ্যম্ভাবী জানবে যে, তাঁহারই দত্ত আমার যোগপন্থা,—যাকে পূর্ণযোগ বলি—সেই পন্থায় চলতে হবে। * * * যা নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, লেলে যা দিয়েছিলেন * * সেটি ছিল পথ খোঁজার অবস্থা, এদিক ওদিক ঘুরে দেখা; পুরাতন সকল খণ্ডযোগের এটা ওটা ছোঁয়া, তোলা; হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা; এটার এক রকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটার পিছনে যাওয়া।

তারপর পণ্ডিচারীতে এসে এই চঞ্চল অবস্থা কেটে গেল। অন্তর্যামী জগদ্‌গুরু আমাকে আমার পন্থার পূর্ণ নির্দ্দেশ দিলেন। তার সম্পূর্ণ theory (তত্ত্ব) যোগ শরীরের দশ অঙ্গ; এই দশ বৎসর ধরে তারই development (বিকাশ) করাচ্ছেন অনুভূতিতে; এখনও শেষ হয় নি, আর দুই বৎসর লাগতে পারে।

যোগ পন্থাটী কি, তা পরে লিখবো; অথবা

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

তুমি যদি এখানে এস, তখনই সেই কথা হবে। এ বিষয়ে লেখা-কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল। এখন এই মাত্র বলতে পারি যে, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ কর্ম্ম ও পূর্ণ ভক্তির সামঞ্জস্য ও ঐক্যকে মানসিক ভূমির (level.) উপরে তুলে মনের অতীত বিজ্ঞান ভূমিতে পূর্ণ সিদ্ধ করা হচ্ছে তার মূলতত্ত্ব। পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে, সে মন বুদ্ধিকে জানত, আর আত্মাকে জানত; মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ত করতে পারে; অনন্ত, অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না। ধরতে হলে সমাধি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ ইত্যাদিই মনের উপায়, আর উপায় নেই। সেই লক্ষ্যহীন মোক্ষলাভ এক এক জন করতে পারেন বটে; কিন্তু লাভ কি? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত আছেনই। ভগবান মানুষে যা চান, সেটী হচ্ছে তাঁকে এখানেই মূর্ত্তিমান করা, ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে—to realise God in life (জীবনক্ষেত্রে ভগবানকে মূর্ত্ত করা)।

পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐক্য করতে পারেনি; জগৎকে মায়া

বা অনিত্য লীলা বলে উড়িয়ে দিয়েছে! ফল হয়েছে জীবনশক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি। গীতায় যা বলা হয়েছে, "উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম," ভারতের 'ইমে লোকাঃ' সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েক জন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েক জন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মসিদ্ধি? আগে মানসিক levelএ (ভিত্তিতে) যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্মরসাপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত করতে হয়, তার পর উপরে উঠা। উপরে অর্থাৎ বিজ্ঞানভূমিতে না উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব, জগতের সমস্যা solved (মীমাংসা) হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন—এই দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখতে হয় না; জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন ভগবানকে পূর্ণ-ভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয়; গীতায় যাকে বলে

"সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম্"। অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ, এই হল আত্মার পাঁচটী ভূমি। যতই উঁচুতে উঠি, মানুষের Spiritual evolution-এর (আধ্যাত্মিক বিকাশের) চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়; শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সত্ত্বা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকসিত হ'য়ে জীবনে মূর্ত্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপন্থার central clue (মূল কথা)।

এরূপ হওয়া সহজ নয়। এই পনের বৎসরের পরে আমি এইমাত্র বিজ্ঞানের তিনটী স্তরের নিম্নতর স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তার মধ্যে টেনে তোলবার উদ্যোগে আছি। তবে এই সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে, তখন ভগবান আমার through (মধ্য) দিয়ে অপরকে অল্প আয়াসে বিজ্ঞান-সিদ্ধি দেবেন, এর কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে। আমি কর্ম্মসিদ্ধির জন্য অধীর

নই। যা হবার, ভগবানের নির্দ্দিষ্ট সময়ে হবে, উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহংয়ের শক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নেই। যদি কর্ম্মসিদ্ধি না-ও হয়, আমি ধৈর্য্যচ্যুত হব না; এ কর্ম্ম আমার নয়, ভগবানের। আমি আর কারুর ডাক শুনব না; ভগবান যখন চালাবেন তখন চলব।

বাঙ্গলা যে ঠিক প্রস্তুত নয়, আমি জানি। যে অধ্যাত্মের বন্যা এসেছে, সে হচ্ছে অনেকটা পুরাতনের নূতন রূপ, কিন্তু আসল রূপান্তর নয়। তবে এরও দরকার ছিল। বাঙ্গলা যত পুরাতন যোগকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে সেইগুলির সংস্কার exhaust (ক্ষয়) করে আসল সারটী নিয়ে জমী উর্ব্বর করছে। আগে ছিল বেদান্তের পালা—অদ্বৈতবাদ, সন্ন্যাস, শঙ্করের মায়া ইত্যাদি। যা এখন হচ্ছে, এইবার বৈষ্ণব ধর্ম্মের পালা—লীলা, প্রেম, ভাবের আনন্দে মেতে যাওয়া। এইগুলি অতি পুরাতন, নবযুগের অনুপযোগী, এ সব টিঁকবে না, কারণ এরূপ উন্মাদনা টেঁকবার নয়। তবে বৈষ্ণব ভাবের এই গুণ আছে যে, ভগবানের সঙ্গে জগতের একটি

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সম্বন্ধ রাখে, জীবনের একটি অর্থ হয়; (কিন্তু) খণ্ডভাব বলে পূর্ণ সম্বন্ধ, পূর্ণ অর্থ নাই। যে দলাদলির ভাব লক্ষ্য করেছ সেটা অনিবার্য্য। মনের ধর্ম্ম—এই খণ্ডকে নিয়ে পূর্ণ বলা, আর-সকল খণ্ডকে বহিষ্কৃত করা। যে সিদ্ধ (পুরুষ) ভাবটী নিয়ে আসেন, তিনি খণ্ডভাব অবলম্বন করেও পূর্ণের সন্ধান কতকটা রাখেন—(পূর্ণকে) মূর্ত্ত করতে না পারলেও। (কিন্তু) শিষ্যেরা তা পারে না, (গুরুতে তত্ত্বটি) মূর্ত্ত নয় বলে। পুঁটলি বাঁধছে বাঁধুক, দেশে ভগবান যে দিন পূর্ণ অবতীর্ণ হবেন পুঁটলি আপনি খুলে যাবে। এই সকল হচ্ছে অপূর্ণতার, কাঁচা অবস্থার লক্ষণ; তা'তে বিচলিত হই নে। অধ্যাত্ম ভাব খেলুক দেশে, যে ভাবেই হোক, যত দলেই হোক,—পরে দেখা যাবে। এটী নবযুগের শৈশব, এমন কি embryonic (ভ্রূণ) অবস্থা। আভাষ মাত্র, আরম্ভ নয়।

* * *

এই যোগের বিশিষ্টতা এই যে, সিদ্ধি একটু উপরে না উঠলে ভিত্তিও পাকা হয় না। (আমার

যোগের) যারা সাধন করছে তাদের আগে অনেক পুরাতন সংস্কার ছিল, কয়েকটি খসেছে, কয়েকটি এখনও আছে। আগে (তোমাদের) ছিল সন্ন্যাসের সংস্কার, অরবিন্দ-মঠ করতে চেয়েছিলে ; এখন (তোমাদের) বুদ্ধি মেনেছে সন্ন্যাস চাই না, (কিন্তু) প্রাণে সেই পুরাতনের ছাপ এখনও একেবারে মুছে যায় নি। সেই জন্য সংসারে থেকে ত্যাগী সংসারী হতে বল। তোমরা কামনা ত্যাগের আবশ্যকতা বুঝেছ, কিন্তু কামনাত্যাগ আর আনন্দভোগের সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে ধরতে পার নি। আর আমার যোগটা নিয়েছিলে, যেমন বাঙ্গালীর সাধারণ স্বভাব—জ্ঞানের দিক থেকে তেমন নয়, যেমন ভক্তির দিকে, কর্ম্মের দিকে। জ্ঞান কিছু হয়েছে, অনেক বাকী আছে, আর ভাবুকতার কুয়াসা dissipated হয়নি—কাটে নি। তোমরা সাত্ত্বিকতার গণ্ডি পূরামাত্রায় কাটাতে পার নি, অহং এখনও রয়েছে ; এক কথায় তার development (বিকাশ) হয় নি। আমারও কোন তাড়াতাড়ি নেই, আমি তোমাদের নিজের স্বভাব অনুসারে develop

করতে দিচ্ছি। এক ছাঁচে সকলকে ঢালতে চাই নে। আসল জিনিষটাই সকলের মধ্যে এক হবে, নানা ভাবে নানা মূর্ত্তিতে ফুটবে। সকলে ভিতর থেকে grow করছে (বাড়ছে), গড়ে উঠছে। বাহির থেকে গঠন করতে চাই নে। তোমরা মূলটি পেয়েছ, আর সব আসবে।

ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ—আত্মার ঐক্যের মূর্ত্তি—সংঘ চাই। এই idea বা ভাবকে নিয়েই দেবসংঘ নাম দেওয়া হয়েছে, যারা দেবজীবন চায় তাদেরই সংঘ দেবসংঘ। সেইরূপ সংঘ এক জায়গায় স্থাপন করে পরে দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। এইরূপ চেষ্টার উপর অহংয়ের ছায়া যদি পড়ে, সংঘ দলে পরিণত হয়। এই ধারণা সহজে হতে পারে যে, যে (শুদ্ধ) সংঘ শেষে দেখা দেবে এইটিই তাই; (যেন) সব হবে এই একমাত্র কেন্দ্রের পরিধি, যারা এর বাহিরে তারা ভেতরকার লোক নয়, (অথবা ভেতরকার) হলেও তারা ভ্রান্ত, আমাদের যে বর্ত্তমান ভাব তার সঙ্গে মেলে না বলেই (যেন ভ্রান্ত)।

তুমি হয়ত বলবে, সংঘের কি দরকার ? মুক্ত হয়ে সর্ব্বঘটে থাকব ; সব একাকার হয়ে যাক, সেই বৃহৎ একাকারের মধ্যেই যা হয়। সে সত্যি কথা ; কিন্তু (তা হচ্ছে) সত্যের একটি দিক মাত্র। আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে ; আবার মূর্ত্তি ভিন্ন জীবনের effective (কার্য্যকরী) গতি নেই । অরূপ যে মূর্ত্ত হয়েছে, সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার খামখেয়ালি নয় ; রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলেই রূপ গ্রহণ, আমরা জগতের কোনও কাজ বাদ দিতে চাই না ; রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে ; এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।

রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন ? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে, বিলাতী আমদানি, বিলাতী ঢঙের অনুকরণ মাত্র। তবে তারও দরকার ছিল। আমরাও বিলাতী ধরণের রাজনীতি করেছি ; না করলে দেশ উঠত না ; আমাদের experience (অভিজ্ঞতা) লাভ ও

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

পূর্ণ development (বিকাশ) হতো না। এখনও তা'র দরকার আছে, বঙ্গদেশে তত নাই, যেমন ভারতের অন্য প্রদেশে। কিন্তু এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরবার; ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম্ম তারই অনুরূপ করা চাই।

লোকে এখন রাজনীতিকে spiritualise (অধ্যাত্ম ভাবে অনুপ্রাণিত) করতে চায় * * * তার ফল হবে, যদি কোন স্থায়ী ফল হয়, এক রকম Indianised Bolshevism (ভারতীয় বোল্‌সেভীজম্)। সে রকম কর্ম্মেও আমার আপত্তি নেই; যাঁর যে প্রেরণা, তিনি তাই করুন। তবে এটা আসল বস্তু নয়; অশুদ্ধ রূপে Spiritual (অধ্যাত্ম) শক্তি ঢাললে—কাঁচা ঘটে কারণোদধির জল—হয় ঐ কাঁচা জিনিষটা ভেঙ্গে যাবে, জল ছড়িয়ে নষ্ট হবে, নয় অধ্যাত্ম শক্তি evaporate করে (লুপ্ত হয়ে) সেই অশুদ্ধ রূপই থাকবে; সর্ব্বক্ষেত্রেই তাই। Spiritual influence (অধ্যাত্ম প্রেরণা) দিতে পারি, তবে সেই শক্তি expended

(খরচ) হবে শিব-মন্দিরে বানরের মূর্ত্তি গড়ে স্থাপন করতে। বানরটী প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় শক্তিমান হয়ে ভক্ত হনুমান সেজে রামের অনেক কাজ হয়ত করবে, যতদিন সেই শক্তি থাকবে। আমরা কিন্তু ভারত-মন্দিরে চাই হনুমান নয়—দেবতা, অবতার, স্বয়ং রাম।

সকলের সঙ্গে মিলতে পারি—কিন্তু সমস্তকে প্রকৃত পথে টানবার জন্য, আমাদের আদর্শের spirit (ভাব) ও রূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে। তা না করলে দিশেহারা হব, প্রকৃত কর্ম্ম হবে না। Individually (ব্যক্তিগত ভাবে) সর্ব্বত্র থেকে কিছু হবে বটে, সংঘরূপে সর্ব্বত্র থেকে তার শতগুণ হয়। তবে এখনও সে সময় আসেনি। তাড়াতাড়ি রূপ দিতে গেলে ঠিক যা চাই তা হবে না। সংঘ হবে প্রথম চড়ান রূপ; যারা আদর্শ পেয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নানাস্থানে কাজ করবে; পরে Spiritual Communeএর (অধ্যাত্ম-সংঘ) মত রূপ দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সব কর্ম্মকে আত্মানুরূপ, যুগানুরূপ আকৃতি দেবে। শক্ত বাঁধা রূপ নয়, অচলায়তন

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

নয়; স্বাধীন রূপ, সমুদ্রের মত যা ছড়িয়ে যেতে পারে, নানাভঙ্গী লয়ে এটাকে ঘিরে, ওটাকে প্লাবিত করে, সবকে আত্মসাৎ করবে; করতে করতে Spiritual Community (দেবজাতি) দাঁড়াবে। এইটি হচ্ছে আমার বর্ত্তমান idea (ভাব), এখনও পুরো developed হয়নি। সবটা ভগবানের হাতে, তিনি যা করান।

তারপর তোমার পত্রের কয়েকটি বিশেষ কথার আলোচনা করি। তোমার যোগের সম্বন্ধে যা লিখেছ, সে সম্বন্ধে এই পত্রে বিশেষ কিছু লিখতে চাই না, দেখা হলে সুবিধা হবে। দেহকে শব দেখা সন্ন্যাসের নির্ব্বাণ-পথের লক্ষণ, এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না, সর্ব্ব বস্তুতে আনন্দ চাই—যেমন আত্মায় তেমনি দেহে। দেহ চৈতন্যময়, দেহ ভগবানের রূপ। জগতে যা আছে তাতে ভগবানকে দেখলে, "সর্ব্বমিদম্ ব্রহ্ম—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয়। শরীরেও সেই আনন্দের মূর্ত্ত তরঙ্গ ছোটে; এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার বিবাহ সবই করা যায়, সকল কর্ম্মে

পাওয়া যায় ভগবানের আনন্দময় বিকাশ। (আমি নিজের মধ্যে) অনেক দিন থেকে মানসিক ভূমিতে মনের ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় ও অনুভূতি আনন্দময় করে তুলছি। এখন সেই সব বিজ্ঞানানন্দের (supramental) রূপ ধারণ করছে। এই অবস্থায়ই সচ্চিদানন্দের পূর্ণ দর্শন ও অনুভূতি।

দেবসংঘের কথা বলে তুমি লিখেছ—"আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে শানান লোহা।" * * * দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে। বড় আধার আছে, মানি। তোমার নিজের সম্বন্ধে সে বর্ণনাকে আমি accurate (যথাযথ) বলে গ্রহণ করছি না। তবে যেরূপ আধারই হোক, একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হন, তার পর বড় ছোট এ-সবেতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বেশী বাধা হতে পারে, বেশী সময় লাগতে পারে, বিকাশের তারতম্য হতে পারে, তারও কিছু ঠিক নেই। ভিতরের দেবতা সে সব বাধা ন্যূনতার

হিসাব রাখে না ; ঠেলে ওঠে। আমারও কি কম দোষ ছিল, মনের চিত্তের প্রাণের দেহের কম বাধা ছিল ? সময় কি লাগে নি ? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন ? দিনের পর দিন, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত দেবতা হয়েছি বা কি হয়েছি জানি না ; তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি—ভগবান যা গড়তে চেয়েছেন তাই যথেষ্ট। সকলেরই তাই। * * * আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তিই এই যোগের সাধক।

আমি যা অনেক দিন থেকে দেখছি তার দু' একটী কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এ ধারণা হয় যে ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্ব্বত্রই দেখি inability বা unwillingness to think, (চিন্তা করবার অক্ষমতা অনিচ্ছা) বা চিন্তা-"ফোবিয়া"। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবটী ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী

চিন্তা করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটী জিনিষ—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে; সেই শক্তির বলে জগতকে সে গ্রাস করতে পারছে; আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট—এ সব নবসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।

তার পর ভারত দেখ। কয়েকজন solitary giants (একক অতিকায় মহাপুরুষ) ছাড়া সর্ব্বত্রই * * * সোজা মানুষ, অর্থাৎ average man (সাধারণ গড়পড়তা মানুষ), যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা; য়ুরোপে চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য কুলীমজুরও চিন্তা করে, সব

জানতে চায়, মোটামুটি জেনেও সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে য়ুরোপের শক্তি ও চিন্তার fatal limitation (অলঙ্ঘ্য সীমা) আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, nebulous metaphysics (কুহেলিকাময় তত্ত্বশাস্ত্র), yogic hallucination (যোগজ মতিভ্রম); ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই limitationও (সীমা) surmount (অতিক্রম) করবার য়ুরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে; আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান, এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্য শক্তির (উপাসনা) দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই, সহজের উপাসক, সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল

জ্ঞান পেয়েছিলেন ; বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ায় চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, বাহ্য ধর্ম্মরে গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটী ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

বাঙ্গলা দেশেই এই দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা। বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের capacity (সামর্থ্য) আছে, intuition (অন্তর্জ্ঞান) আছে ; এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা হলে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের

উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ; তারপর অবসাদ, তমোভাব। এ দিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি; জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে; শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে কি হয়েছে—খেতে পাচ্ছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্য্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ করছে। শক্তি-সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই সেখানে প্রেমও থাকে না; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এ দেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই।

আর্য্যজাতির উদার বীরযুগে এত হাঁক ডাক, নাচানাচি ছিল না, কিন্তু যে চেষ্টা আরম্ভ করত তারা, তা বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙ্গালীর চেষ্টা দু'দিন স্থায়ী থাকে।

তুমি বলছ চাই ভাবোন্মাদনা, দেশকে মাতান। রাজনীতিক্ষেত্রে ও-সব করেছিলাম, স্বদেশী সময়ে যা করেছিলাম সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি না যে কোনও ফল হয় নি। হয়েছে; যত movement (আন্দোলন) হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে তা অধিকাংশ possibilityর (সম্ভাবনার) বৃদ্ধি; স্থিরভাবে actualise (বাস্তবরূপদান) করবার এটা ঠিক রীতি নয়। সেই জন্য আমি আর emotional excitement (প্রাণজ উত্তেজনা, আবেগমত্ততা), ভাব, মনমাতানোকে base (প্রতিষ্ঠা) করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমতা; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি; শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মির বিস্তার; সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstasy (তীব্রানন্দ)। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ ক্ষুদ্র-আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত

গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎ-জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

এই lecture (বক্তৃতা) পড়ে এ কথা ভাববে না যে, আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করছি। তবে other side of the shield (বিপরীত দিক), কোথায় দোষ, ত্রুটি, ন্যূনতা তা দেখবার চেষ্টা করেছি। এগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবে না, স্থায়ীও হবে না।

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্য্য এই যে আমিও পুঁটলি বাঁধছি। তবে আমার বিশ্বাস যে সে পুঁটলি St. Peterএর (খৃষ্টের প্রথম শিষ্য, খৃষ্টীয় স্বর্গের দ্বারী) চাদরের মত; অনন্তের যত শিকার তার মধ্যে গিজ গিজ করছে। এখন পুঁটলি খুলছি

না, অসময়ে খুলতে গেলে শিকার পালাতে পারে। দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈয়ারী হয়নি বলে নয়, আমি তৈয়ারী হইনি বলে। অপক্ক অপক্কের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করতে পারে?

ইতি—

তোমার 'সেজদা'।

শ্রীগণেশচন্দ্র সরকার

লেখক পরিচয়